গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বাসদ-সিপিবি ও বাম মোর্চার জ্বালানি মন্ত্রণালয় ঘেরাও

গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বাসদ-সিপিবি ও বামমোর্চা ১৫ মার্চ প্রেসক্লাবের সামনে যুগপৎ সমাবেশ ও জালানি মন্ত্রণালয় ঘেরাও পূর্ব মিছিল

গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ), বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) ও গণতান্ত্রিক বামমোর্চা ১৫ মার্চ সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে যুগপৎ সমাবেশ ও জালানি মন্ত্রণালয় ঘেরাও কর্মসূচি পালন করে।

১৫ এপ্রিল সকাল ১১টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বাসদ–সিপিবি'র ঘেরাওপূর্ব সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বাসদ এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামান। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সিপিবি সাধারণ সম্পাদক কমরেড সৈয়দ আবু জাফর আহমেদ, সিপিবি'র রুহিন হোসেন প্রিন্স, বাসদ এর রাজেকুজ্জামান রতন, সিপিবি'র ডা. সাজেদুল হক রুবেল। সমাবেশ পরিচালনা করেন সিপিবি'র আব্দুল্লাহ ক্বাফী রতন।

সমাবেশ শেষে জ্বালানি মন্ত্রণালয় অভিমুখে শান্তিপূর্ণ মিছিল অগ্রসর হলে পুলিশ ব্যারিকেড দেয়। বিনা উস্কানিতে শান্তিপূর্ণ মিছিলে জল কামান থেকে পানি নিক্ষেপ, টিয়ারশেল, রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে। এমনকি আন্দোলনরতদের উপর রায়টকার উঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। পুলিশি হামলায় তৈয়ব আলী মোল্লা, নাসির উদ্দিন প্রিন্স, মুক্তা বাড়ৈ, হাজেরা সুলতানা কেয়া, রাতুল, পলাশ, নদী, দিদার, মোনায়েম মুন্না, সৈকত আমিন, রাহাত চৌধুরী, ফারজানা আক্তার, শাহরিয়ার, সুমাইয়া সেতু, মাসুদ রানা, অনিমেষ রায়, খোকন চন্দ্র, শরীফুল ইসলাম, অর্ণব চক্রবর্ত্তী, শফিউল্লাহ আজাদ, রফিকুল ইসলাম অভি, রায়হান জামান, নুসরাত, নাঈম, মুস্তাকিম, জাহিদসহ সিপিবি-বাসদ ও গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার প্রায় অর্ধশতাধিক নেতা-কর্মী আহত হন। এর মধ্যে ১৫ জন ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি হয়েছে, অন্যরা প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন।

এরপর বামপন্থী নেতাকর্মীরা আবার সমবেত হয়ে তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ বিক্ষোভ করে। হামলার প্রতিবাদে ১৬ মার্চ দেশব্যাপী প্রতিবাদ-বিক্ষোভ পালিত হয়। ১৬ মার্চ বিকেল ৪টায় ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশ থেকে অবিলম্বে গ্যাসের দাম কমানোর আহ্বান জানিয়ে বলা হয় দাম না কমানো পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। সভায় আগামী ১৬ মার্চ থেকে ১৪ এপ্রিল গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি প্রত্যাহার, বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির পাঁয়তারা ও জ্বালানি খাতে নৈরাজ্য প্রতিরোধে দেশব্যাপী গণ-সংযোগ, বিক্ষোভ এবং ১৫ এপ্রিল ঢাকাসহ সারা দেশে গণঅবস্থানের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি : শ্রমজীবী মানুষের দুর্ভোগ বাড়বে

শ্রমজীবী মানুষের মজুরি এবং আয় না বাড়লেও তাদের জীবন যাপনের ব্যয় দিনের পর দিন বেড়েই যাচ্ছে। সর্বোচ্চ মুনাফার উদ্দেশ্যে পরিচালিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মালিক শ্রমিককে মজুরি কম দিয়ে যেমন মুনাফা বাড়ায় তেমনি সাধারণ মানুষের ব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রির দাম বাড়িয়ে মুনাফা বাড়ায়। মালিক শ্রেণির রাষ্ট্র এক্ষেত্রে মালিকদের স্বার্থই রক্ষা করে। এবার গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে জনগণ সে ঘটনারই পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেখলো। কোন যুক্তি এবং নিয়মের তোয়াক্কা না করে গ্যাসের দাম বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের চেয়ারম্যান। আইন অনুযায়ী গ্যাস-বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর আগে গণশুনানির আয়োজন করতে হয়। গত বছর ৭ থেকে ১৮ আগস্ট পর্যন্ত বিভিন্ন বিতরণ কোম্পানির প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে গণশুনানি হয়েছিল। আইন অনুযায়ী শুনানির ৯০ দিনের মধ্যেই দাম বৃদ্ধি বা স্থিতাবস্থায় রাখার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করার কথা এবং বছরে একবারের বেশি দাম বাড়ানোর বিধান নেই। কিন্তু ৬ মাস পরে এবং দুই দফায় দাম বাড়িয়ে কর্তৃপক্ষ নিজেই আইন ভঙ্গ করেছে।

শুনানিতে আমরা সুস্পষ্টভাবে দেখিয়েছিলাম গ্যাস বিতরণকারী কোম্পানিগুলোর লোকসান নাই বরং প্রতিটি কোম্পানিই লাভ করছে। আইন অনুযায়ী কোম্পানি লাভ করলে দাম বাড়ানোর প্রস্তাব দিতে পারে না। আমাদের কাছে যে তথ্য সরবরাহ করা হয়েছিল, তার ভিত্তিতে আমরা দেখিয়েছিলাম গ্যাস খাত থেকে সরকার ভ্যাট-ট্যাক্স বাবদ প্রচুর আয় করে থাকে। গ্যাস খাত উন্নয়নের নামে যে তহবিল গঠন করা হয়েছে, সেখানে বিপুল পরিমাণ টাকা জমা পড়ে আছে। এসবের প্রেক্ষিতে গণশুনানিতে আমরা হিসেব করে দেখিয়েছিলাম, দাম বাড়ানোর কোন যুক্তি নেই বরং গ্যাসের দাম কিভাবে কমানো যায় তার জন্য গণশুনানি করা উচিত। কর্তৃপক্ষ আমাদের কথা শুনলেন কিন্তু জনগণের দাবি মানলেন না। ভাষার মাসে জনগণের জন্য সরকারের উপহার হিসেবে দাম বাড়ানোর ঘোষণা দিলেন যা স্বাধীনতার মাস থেকে কার্যকর হবে। দুই ধাপে দাম বাড়ানোর ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির যে কোন প্রয়োজন নেই তা

আমরা হিসাব করে দেখিয়েছিলাম–

২০১৫-১৬ সালে গ্যাস বিক্রি বাবদ আয় হয়েছে ১৬ হাজার ৬২৬ কোটি টাকা। সরকার ভ্যাট নিয়েছে ৫৫ শতাংশ, লভ্যাংশ নিয়েছে ২ শতাংশ, আগাম কর্পোরেট ট্যাক্স ৩ শতাংশ, সম্পদমূল্য মার্জিন ১৫.৯৬ শতাংশ, গ্যাস ডেভেলপমেন্ট ফান্ড বাবদ ৫.১৪ শতাংশ অর্থাৎ মোট ৮১.১০ শতাংশ সরকার নিয়েছে যার অর্থমূল্য দাঁড়ায় ১৩ হাজার ৪৮৪ কোটি টাকা।

পরিচালন ব্যয় বাদ দিয়ে কোম্পানিগুলো লাভ হিসেবে নিয়েছে ৫ শতাংশ বা ৮৩১ কোটি টাকা। গ্যাস ডেভেলপমেন্ট ফান্ডে জমা আছে ১৯ হাজার ৪৭৫ কোটি টাকা। আমরা জানতে চেয়েছিলাম লাভ হওয়া সত্ত্বেও গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত কেন?

বাসাবাড়িতে যারা গ্যাস ব্যবহার করেন, তাদের দুই চুলার জন্য গ্যাস ব্যবহার করতে পারেন ৯২ ঘনমিটার কিন্তু বাস্তবে গড়ে ব্যবহার করেন ৪৫ ঘনমিটার। অর্থাৎ ৪৭ ঘনমিটার গ্যাস ব্যবহার না করলেও তার দাম কিন্তু ঠিকই দিয়ে থাকেন। দুই চুলার জন্য ৯৫০টাকা বিল দিতে হলে ভ্যাট, ট্যাক্সবাবদ সরকার নেবে ৭৭০ টাকা। আমরা জানতে চেয়েছিলাম সরকারকে এই বিপুল পরিমাণ ট্যাক্স দেয়ার জন্য গ্যাসের দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত কেন নেয়া হবে? আমাদের সমস্ত যুক্তি উপেক্ষা করে সরকার বিইআরসি'র মাধ্যমে গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির ঘোষণা দিলেন।

সরকারের দায়ীত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ গ্যাসের মুল্যবৃদ্ধির পক্ষে কথা বলতে গিয়ে এমন সব দায়িত্বহীন কথা বলছেন, যা শুনলে মনেহয় যে কোন মূল্যে দাম বাড়াতে তারা উদগ্রীব। অর্থমন্ত্রী একবার বলেন, গ্যাস দিয়ে ভাত রান্না করা ওয়ার্থলেস কাজ। তাই তো! ভাত রান্না এত গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে কেন? বিইআরসি'র চেয়ারম্যান বলেছেন, ৩৭ লাখ বাসাবাড়িতে সস্তায় গ্যাস সরবরাহ করে ভোক্তাদের মধ্যে বৈষম্য করা হচ্ছে। জ্বালানি খাতের বৈষম্য দূর করতেই নাকি গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি করা হয়েছে। তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায় দেশের ধনী–দরিদ্রের বৈষম্য দূর করার ক্ষেত্রে তাদের পদক্ষেপ কী? মন্ত্রী-এমপিদের ট্যাক্স ফ্রি গাড়ি আর জনগণের উপর ট্যাক্স বাড়ানোর মধ্যে সমন্বয় করছেন কীভাবে? রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, এমপি, সরকারি কর্মকর্তাদের বেতন দ্বিগুণ করা আর দুনিয়ার সর্বনিম্ন মজুরির গার্মেন্টস শ্রমিকদের মধ্যে সমন্বয় করার কী উদ্যোগ নিয়েছেন? কৃষি উপকরণের দাম বাড়ছে আর কৃষক ফসলের ন্যায্য দাম পাচ্ছে না এর সমন্বয় কোথায়? দেশের হাজার হাজার কোটি টাকা পাচার হচ্ছে আর শিক্ষা-চিকিৎসার জন্য বরাদ্দ বাড়ানোর টাকা পাওয়া যায় না। এই অসংগতির সমন্বয়ের পদক্ষেপ কই? গ্যাসের দাম বাড়িয়ে সমন্বয় করবেন নাকি এলপিজিসহ জ্বালানির দাম কমিয়ে সমন্বয় করবেন? ব্যবসায়ীদের স্বার্থে সমন্বয় নাকি জনগণের দুর্ভোগ কমিয়ে সমন্বয় করবেন? এলপিজি ব্যবহারকারী জনগণ কি পাইপলাইনে গ্যাসের দাম বাড়ানোর কোন দাবি উত্থাপন করেছিলেন?

আমরা মনে করি এ যাবৎকালের সকল সরকারের ভুলনীতি ও দুর্নীতির বোঝা জনগণের উপর চাপানোর অংশ হিসেবে গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। পাশাপাশি সিলিন্ডার গ্যাস বিক্রি বাড়ানোর জন্য পাইপ লাইনে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ করার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। বাংলাদেশের জ্বালানি খাত বহুজাতিক কোম্পানির হাতে তো আগেই তুলে দেয়া হয়েছে। এখন বসুন্ধরা, ওমেরাসহ ১১টি দেশি-বিদেশি সিলিন্ডার গ্যাস ব্যবসায়ীদের এবং ৮০০ ডিলারের ব্যবসা ও মুনাফা নিশ্চিত করতে দফায় দফায় গ্যাসের দাম বাড়ানো হচ্ছে।

বাসাবাড়ি, বিদ্যুৎ, সার, পরিবহন, চা-বাগানে সরবরাহকৃত গ্যাসের দাম বৃদ্ধির এই সিদ্ধান্ত জনগণের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। গ্যাসের দাম বেড়েছে ১ মার্চ থেকে। দুই দফায় গড়ে ২২.৭ শতাংশ হারে দাম বাড়ছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট গ্যাস খরচের পরিমাণ ধরা হয়েছে ২৮ হাজার ৭৭৬ মিলিয়ন ঘনমিটার। দাম বৃদ্ধির ফলে গ্রাহকদের ৪১৮০ কোটি টাকা বেশি দিতে হবে। এই বাড়তি দামের ৮১.১০ শতাংশ বা ৩৩৯০ কোটি টাকা সরকার নেবে ভ্যাট-ট্যাক্স বাবদ। মুনাফা হিসেবে কোম্পানিগুলো নেবে ৫ শতাংশ অর্থাৎ ২০৯ কোটি টাকা। বাকিটা গ্যাসের দাম হিসেবে দেয়া হবে।

সরকার পাবে ট্যাক্স, বিতরণ কোম্পানি পাবে মুনাফা, উৎপাদক প্রতিষ্ঠান পাবে দাম। দেবে কে? কে আবার, সর্বংসহা জনগণ। জনগণ কি শুধু এতটুকু দেবে? জনগণকে আরও কত দিতে হবে তার একটা মোটামুটি হিসাব করা যাক!

৩৫ লাখ আবাসিক সংযোগ। মাসে দাম বাড়ছে ৩০০ টাকা করে। তাহলে বছরে দিতে হবে ১ হাজার ২৬০ কোটি টাকা। পরিবহন খরচ বাড়বে। ঢাকায় ৬ হাজার বাস-মিনিবাস চলে। দৈনিক ১০ ট্রিপ, গড়ে ৫০ জন ধরে যাত্রী প্রতি ৫ টাকা বাড়ালে দৈনিক বাড়তি দিতে হবে দেড় কোটি টাকা। বছরে বাড়তি দিতে হবে ৫৫০ কোটি টাকা। চট্টগ্রামে এর পরিমাণ ১৫০ কোটি টাকার মতো হবে।

প্রাইভেট কার মাইক্রোবাস ২ লাখের মতো গ্যাসে চলে। দিনে ১০০ টাকার বেশি গ্যাস লাগলে বছরে বেশি লাগবে ৭৩০ কোটি টাকা। সিএনজি ১৩ হাজার। দিনে ১০ ট্রিপ ও প্রতি ট্রিপে ২০ টাকা বেশি নিলে যাত্রীদের বছরে ১০০ কোটি টাকা বেশি দিতে হবে। রিক্সা ভাড়াও

বাড়াবে। ১০ লাখ রিক্স দিনে প্রত্যেকেই ২০ টা করে ট্রিপ দিলে এবং ট্রিপ প্রতি ৫ টাকা ভাড়া বেশি নিলে বছরে ৩৫০০ কোটি টাকা বাড়তি দিতে হবে।

বিদ্যুতের দাম বাড়বে। দেশের ৬০ শতাংশ অর্থাৎ ২ কোটি ৪০ লাখ পরিবার বিদ্যুৎ ব্যবহার করে। মাসে গড়ে ১০০ টাকা করে বিদ্যুতের জন্য বাড়তি দিতে হলে ২৮৮০ কোটি টাকা দিতে হবে।

ইউরিয়া সারের দাম বাড়বে। কেজিতে ১ টাকা বাড়লেও ২৪ লাখ টন ইউরিয়ার জন্য দিতে হবে ২৪০ কোটি টাকা।

চায়ের দাম বাড়বে কারণ চা-বাগানে গ্যাসের দাম ১৫ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। কেজিতে ১৫ টাকা বাড়লে প্রায় ১০০ কোটি টাকা ক্রেতাদের বেশি দিতে হবে।

বিদ্যুতের দাম বাড়ালে পোল্ট্রি পণ্য মুরগি-ডিমের দাম বাড়বে। ডিমের দাম হালিতে ১ টাকা বাড়লেও বাড়তি দিতে হবে ৩০০ কোটি টাকা। চালের দাম কেজিতে ১ টাকা বাড়লে ২০০০ কোটি টাকা বাড়বে যা দিতে হবে ভোক্তাদেরকে। পরিবহন খরচ বাড়লে খাদ্যপণ্যের দামও বাড়বে। বিদ্যুতের দাম বাড়লে কারখানার উৎপাদিত পণ্যের দাম বাড়বে। কৃষি উৎপাদন খরচ বাড়বে। সব মিলে প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকার ধাক্কা আসবে জনগণের উপর। এই বাড়তি খরচ না করতে হলে তা দিয়ে সাধারণ মানুষ প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী কিনতে পারতো। দেশের আভ্যন্তরীণ বাজার সম্প্রসারিত হতো।

এদিকে আবার গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে আসছে সিলিন্ডার ব্যবসায়ীরা। ইতিমধ্যে এলপিজি সামিট করেছে তারা। ১২ কেজির যে সিলিন্ডার ৪৫০ টাকায় দেয়া সম্ভব তার দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ৭০০ টাকা। বাজারে বিক্রি হচ্ছে আরও বেশি দামে। গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির ঘোষণা আসতে না আসতেই সিলিন্ডারের দাম আরও ১৫০ থেকে ২০০ টাকা বাড়ানো হয়েছে। ভারতে ১৪ কেজির এলপিজির সিলিন্ডারের দাম বাংলাদেশের মুদ্রায় ৪৮৩ টাকা হলে বাংলাদশে ১২ কেজির দাম ৯০০ টাকা কেন? এর কারণ ভারতে এলপিজি ভ্যাট মুক্ত।

ভারত বাংলাদেশের তুলনামূলক দাম

(বাংলাদেশি টাকায়)

ভারত এলপিজি খাতকে রাজস্বের উৎস মনে করে না। বাংলাদেশের জনবান্ধব (!) সরকার রান্নার গ্যাস, খাবার পানি, প্লেটের ভাত, সন্তানের শিক্ষা, অসুস্থ মানুষের চিকিৎসা সব কিছুকে ভ্যাটের আওতায় এনেছে। ক্ষমতাসীনদের লুটপাট ছাড়া সবকিছুই নিয়ন্ত্রিত। তাই সরকারের রাজস্ব আয় বাড়ানো আর ব্যবসায়ীদের মুনাফা বাড়ানোর দ্বৈত আক্রমণে পিষ্ট হচ্ছে বাংলাদেশের জনগণ। ভবিষ্যতে ৪০ লাখ টন এলপিজি'র বাজার নির্ধারণ করে ৮ হাজার ৫০০ কোটি টাকা বাড়তি লাভের আশায় চোখ চক চক করছে তাদের।

ভাত রান্নার জন্য গ্যাস ব্যবহার করা ওয়ার্থলেস কাজ। ভাতের হাড়ি থেকে মুনাফা বের করা ওয়ার্থফুল কাজ। সেটাই করছে শাসকশ্রেণি। ভাতের হাড়ি, ঘরের বিদ্যুৎ, পরিবহনের গাড়ি, ক্ষেতের ফসল, কারখানার উৎপাদন সব কিছুর উপর গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব পড়বে বহুগুণ। মূল্যবৃদ্ধির বোঝা বহন করবে শ্রমজীবী মানুষ; কিন্তু তাদের আয় বৃদ্ধির সুযোগ কমছে। তাদের কষ্টের উপার্জন হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে মূল্যবৃদ্ধির চক্করে। এই ব্যবস্থা আর কতদিন চলতে দেবেন? ন্যায্য মজুরি ও দ্রব্যমূল্যের দাম নিয়ন্ত্রণ ছাড়া শ্রমজীবী মানুষের জীবন যাপন কষ্টকর হয়ে পড়ছে। গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি শ্রমজীবী মানুষের কষ্ট আরও বাড়িয়ে তুলবে।

গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে
ঢাকায় আধাবেলা সর্বাত্মক সফল হরতাল পালিত

গ্যাসের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে ২৮ ফেব্রুয়ারি হরতালে বাসদ-সিপিবি'র মিছিল

গ্যাসের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে ২৮ ফেব্রুয়ারি '১৭ রাজধানী ঢাকায় অর্ধদিবস হরতাল পালন করেছে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ ও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি-সিপিবি। এই হরতাল সফল করায় ঢাকাবাসীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন সিপিবি'র সভাপতি কমরেড মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, সাধারণ সম্পাদক কমরেড সৈয়দ আবু জাফর আহমেদ ও বাসদ সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামান।

বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেছেন যে, সাম্প্রতিক সময়ের অন্য যে কোন হরতালের তুলনায় এবার হরতালে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন ও অংশগ্রহণ ছিল লক্ষণীয়ভাবে বেশি। জনগণ একথা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, তারা গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি কোনোমতেই মানতে রাজি নন। নেতৃবৃন্দ একই দাবিতে দেশের সর্বত্র প্রতিবাদ-বিক্ষোভ সংগঠিত করার জন্য দেশবাসীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

নেতৃবৃন্দ বলেছেন, ঢাকাবাসী গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে হরতালে যে অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়েছে তা সঙ্গী করে বাসদ-সিপিবি জনগণের দুর্ভোগ মোচনে ও তাদের ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্য লড়াই চালিয়ে যাবে। সরকারকে হুঁশিয়ারি দিয়ে নেতৃবৃন্দ বলেছেন যে, গ্যাসের বর্ধিতমূল্য প্রত্যাহার করা না হলে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছে তা অব্যাহত থাকবে ও আরও জোরদার হবে।

হরতাল শেষে প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ

হরতাল শেষে বেলা ১২টায় প্রেসক্লাবের সামনে এক সমাবেশে বাসদ সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামান এবং সিপিবি সাধারণ সম্পাদক কমরেড সৈয়দ আবু জাফর আহমেদ বক্তৃতা করেন। এই সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন সিপিবি প্রেসিডিয়াম সদস্য কমরেড সাজ্জাদ জহির চন্দন, বাসদ-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ ও সিপিবি'র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য রুহিন হোসেন প্রিন্স।

ভোর ৬টায় হরতালের সমর্থনে পল্টন, শান্তিনগর, মিরপুর, মোহাম্মদপুর, ধানমন্ডি, লালবাগ, সাইন্স ল্যাব, আজিমপুরসহ ঢাকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বাসদ-সিপিবি'র কর্মীরা পিকেটিং করে।

নগরীর শাহবাগে দুপুর ১১টায় প্রগতিশীল ছাত্রজোটের সমাবেশে পুলিশ হামলা করে। এ সময় লাঠিচার্জ, টিয়ার শেলে আক্রান্ত হয়ে অন্তত বিশজন নেতাকর্মী আহত হন। এ সময় সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন প্রিন্স, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন নেতা সূর্য পলাশসহ সাতজন ছাত্রনেতাকে গ্রেফতার করা হয়।

বাসদ–সিপিবি'র পক্ষ থেকে শান্তিপূর্ণ হরতাল কর্মসূচিতে হামলা ও গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয়েছে।